প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের যে চারটি রসপর্যায়ের উল্লেখ আছে তার মধ্যে প্রেমবৈচিত্ত্য অন্যতম। 'বৈচিত্ত্য' শব্দের অর্থ চিত্তের ব্যাকুলতা বা বিহ্বলতা। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

'প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবত:।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তুত প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥'

উৎকৃষ্ট প্রেমের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রিয়তমের সন্নিকটে থেকেও যে বিশ্লেষার্তি বা বিরহবেদনা তাকেই বলা হয় প্রেমবৈচিত্ত্য। যথেষ্ট কাছে পেয়েও তীব্র ভালোবাসায় আগামী কোনও এক বিচ্ছেদ কে ভেবে, অথবা মিলন যে চিরস্থায়ী নয় একথা ভেবে ব্যথিতা হন প্রেমিকা। চন্ডীদাসের 'পূর্বরাগ ও অনুরাগ' পর্যায়ে গৃহীত একটি পদেও প্রেমবৈচিত্ত্যের ভালো উদাহরণ পাওয়া যায়-

'দুই কোরে দুই কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
তিল আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥'

প্রেমিকার বিচিত্র প্রেম-মানসিকতার জন্য অনিবার্য বিচ্ছেদের কথা ভেবে রাধিকার ক্রন্দন গোবিন্দদাসের পদে-

কানু কানু করি বোয়ই সুন্দরী
দারুন বিরহ-হুতাশে ॥

আক্ষেপানুরাগ প্রেমবৈচিত্ত্যেরই একটি দিক, পরিপূরক। অথবা বলা যায় প্রেমবৈচিত্ত্য যদি কারন হয় তবে আক্ষেপানুরাগ তার প্রতিক্রিয়া। অলংকারশাস্ত্রে ইহা অনুরাগের অন্যতম প্রকার ভেদ। নন্দকিশোর দাসের 'রসকলিকা' গ্রন্থানুসারে রাধা যে কৃষ্ণে তাঁর মনপ্রান সমর্পন করেছেন এর জন্য আক্ষেপকেই বলা হয় আক্ষেপানুরাগ। কৃষ্ণ, মুরলী, দূতী, গুরুজন, কুল-শীল, বিধাতা, কন্দর্প, সখীদের প্রত্যেককে রাধা অভিযোগ-দোষারোপ করেন এবং আক্ষেপ প্রকাশ করেন। কুল-শীল-জাতির প্রতি আক্ষেপ, মিলনে বাধা দেওয়ার জন্য। দৌত্য কর্মের জন্য দূতীকে, মদনকে বান নিক্ষেপের জন্য আর বিধাতাকে অদৃষ্টের জন্য রাধা বিক্কার জানান।

Scanned with CamScanner

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের প্রথম পর্যায় লৌকিক প্রেমের মতো মনে হয় কিন্তু পরিনত পর্যায়ে তা অলৌকিক বলে মনে হয়। বিদ্যাপতির রাধা যতই কৃষ্ণের কাছে আসেন ততই তাকে অচেনা বলে মনে হতে থাকে। এ ঘটনা লৌকিক প্রেমের পরিপন্থী-

কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

এই অভিনব প্রেমলীলা আর অতৃপ্তি বৈষ্ণব শাস্ত্রে আক্ষেপের জন্ম দেয়। চন্ডীদাসের রাধাও তাই বলেন-

রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥

প্রেমের আধ্যাত্মিক রহস্য, অত্যন্ত গভীরতা থেকে আসে এই আক্ষেপ। রাধা কৃষ্ণের প্রেমের মই খুঁজে পেতে লাজ, লজ্জা, নিন্দা, ভয়, কুলবধূ উপেক্ষা করে সব সমর্পনে প্রমত্ত হন। এর পরেও বিচ্ছেদভয়ে আক্ষেপ জন্মে। রাধা যতই নিজেকে বেঁধে রাখতে চান কিন্তু ব্যর্থ হন। তাই চন্ডীদাসের রাধা বলেন-

এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে॥
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুন নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ॥

চন্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণকে পাবার জন্য কতই না কৃচ্ছ্রসাধন করেন-

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি॥

তবু তাকে ভোলা সম্ভব নয় বলে জ্ঞানদাসের রাধার আক্ষেপ-

'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

আক্ষেপে অনুরাগই মুখ্য, বিষন্নতাও সেখানে থাকবে। তাই জ্ঞানদাসের রাধা বলেন-

পরান কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রান বিদরয়ে হিয়া॥'

সাধারন ক্ষেত্রে আক্ষেপকে অনুরাগ বলা হয় না। তবে আক্ষেপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় তীব্র যন্ত্রনা- এবং যে যন্ত্রনা গভীর ভাবে ইঙ্গিতে করে গভীর এক প্রেমবন্ধন সেখানে আক্ষেপযন্ত্রনা-সুরভিত প্রেম ছাড়া কিছু নয়। এই আক্ষেপ ও অনুরাগ সমার্থক হয়ে ওঠে রাধার আকুতিতে-

'কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥'

—০—